সূচিপত্র

০ আল্লাহর পরিচয় ॥ ৫

০ আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ ॥ ১৩

০ নবী-রাসূলদের পরিচিতি ॥ ২১

০ আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা ॥ ২৬

০ আল-কোরআন ও হাদীসে সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ॥ ৩৯

০ মুসলিম সমাজে সাহায্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ॥ ৪২

০ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার কারণসমূহ ॥ ৪৭

০ আল্লাহর সাহায্য দেরিতে আসার কারণসমূহ ॥ ৫৫

০ যুগে যুগে আল্লাহর সাহায্যের দৃষ্টান্ত ॥ ৬১

০ বর্তমানে আল্লাহর সাহায্য আসার উপায়সমূহ ॥ ৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার আগেই "আল্লাহ" সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ শব্দটি এমন একটি ইসমে জাত বা Proper Name যা আকাশে ও জমিনে তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই নামটি ব্যবহার করা সমীচীন মনে করেন না। যে নামটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে Proper Name বলে।

আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে লিখা হয়েছে। যেমন GOD, ঈশ্বর, পরমাশ্বর, ভগবান, দেবতা ইত্যাদি। এই শব্দগুলোকে বহুবচন অথবা স্ত্রী লিঙ্গ করা যায়। কিন্তু আল্লাহ শব্দের কোন পুরুষ বাচক বা স্ত্রী বাচক রূপ নেই। আল্লাহ জেণ্ডার বা লিঙ্গ পরিচয়ের উর্ধ্বে। (বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা, পৃ. নং-৩০– ডা. জাকির নায়েক)

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই বিশ্ব লোক কখনই অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না বা পারেনি। তিনি বহু নন, তিনি এক বা একক। তিনি স্বীয় কুদরতে মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে পূর্বের কোন নমুনা না দেখেই সৃষ্টি করেছেন। আসমান ও জমিনের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মহাবিশ্বকে নিজ শক্তি বলে সৃষ্টি করে নিজেকে আড়ালে রেখে, তাকে কঠিন ও শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। (স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃ. ৬৮– মাও. মোহাম্মদ আবদুর রহীম)

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও গবেষণার পর ফ্লোরিডা একাডেমী অব সায়েন্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলবার্ট–ম্যাককনরস উইনচেষ্টার বলেছেন, আল্লাহতে আমার বিশ্বাস শিথিল না হয়ে আরও জোরদার হয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা এ বিশ্বাস আরও মজবুত বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্যাদা আর সর্বশক্তি সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তা

আরও জোরদার হয়েছে। (চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব পৃ. ১৩২– জন ক্লোভার মোনজমা)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পরিচয় সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কোরআনে বলেছেন :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. (الاخلاص : ٤-١)

অর্থ : (হে নবী) বলুন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি (সন্তান নেই) এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি (পিতামাতা নেই)। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা আল-ইখলাস : ১-৪ নং আয়াত)

আরবী অভিধানে আল্লাহ শব্দের মূল : (اَلْ ۔ إِلٰهٌ) "আল-ইলাহ" লেখা হয়েছে। উচ্চারণের সুবিধার্থে ও নামের শ্রুতি মধুরের উদ্দেশ্যে "ইলাহ" শব্দের শুরুতে "হামজাটি" বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারপর পাশাপাশি "দুই লামের" মধ্যে ইদগাম বা সংযুক্তি করার পর اَللّٰهُ (আল্লাহ) নামটি গঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে আসল তথ্য আল্লাহই জানেন। (আল-মু'জামুল ওয়াসিত, পৃ. ৪৫)

অপর দিকে, "ইলাহ" শব্দ থেকে اَللّٰهُ নামটি প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে "ইলাহ" শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ, উপাস্য। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ১২৪– ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী প্রধান ধর্মসমূহ চূড়ান্ত বিচারে উচ্চতর স্তরে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। সকল ধর্মগ্রন্থই প্রকৃত অর্থেই একেশ্বরবাদের পক্ষে অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বরে তথা এক আল্লাহতে বিশ্বাসের কথা বলে। (বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা, পৃ. ৪০– ডা. জাকির নায়েক)

"আল ইলাহ" থেকে "আল্লাহ" নামটি রূপান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : সকল সৃষ্টির উপর যার দাসত্ব ও মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তিনি হচ্ছেন "আল্লাহ"। (ফিকহে আল-আসমাউল হোসনা, পৃ. ৯২– আবদুর রাজ্জাক আল-বদর)

* জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে "আল্লাহ" শব্দটি নিয়ে গবেষণা হয়েছে সেই গবেষণার ফলাফল ইন্টারনেটেও তুলে ধরা হয়েছে। তা এখানে তুলে ধরছি।

ক. আল্লাহ হচ্ছেন জীবিত ও চিরন্তন, তার কোন ঘুম, নিদ্রা নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ

(البقرة : ٢٥٥)

অর্থ : আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবিত, চিরন্তন, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। (সূরা আল-বাকারা : ২৫৫ নং আয়াত)

খ. প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা হচ্ছেন 'আল্লাহ'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۔ (الزمر : ٦٢)

অর্থ : আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকারী। প্রত্যেকটি বস্তুর তিনি সংরক্ষক, পর্যবেক্ষক ও কর্তৃত্বশীল। (সূরা আয-যুমার : ৬২ নং আয়াত)

গ. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তার মাতাপিতা, সন্তান নেই, তার সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায়–

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. (الاخلاص : ٤-٢)

অর্থ : আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি (স্ত্রী ও সন্তান নেই) এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি (পিতা-মাতা নেই)। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা আল-ইখলাস : ২-৫ আয়াত)

("لِلّٰه") লিল্লাহ শব্দ দিয়ে আল্লাহ-কে চেনার উপায় :

আল্লাহ (أَللّٰه) শব্দের শুরু– "হামযা" টি বাদ দিলে, শব্দটি তখন "লিল্লাহ" হবে। এই শব্দটি দিয়েও আল্লাহকে চেনা যাবে।

ক. আকাশ ও জমিনের মালিকানা 'লিল্লাহ বা আল্লাহর'। আল্লাহ বলেন :

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۔ (البقرة : ٢٨٤)

আকাশে ও জমিনে যা কিছু আছে, সকল কিছু লিল্লাহর বা আল্লাহর। (সূরা আল-বাকারা : ২৮৪ নং আয়াত)

খ. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল বাহিনী 'লিল্লাহর' বা আল্লাহর। তিনি বলেন,